বাংলা প্রথম পত্র: মৌখিক শিটের প্রশ্নের উত্তর

গদ্য অংশ: জ্ঞানমূলক

১। ১৫ আনা
২। প্রাচীণ উপকথাগুলো
৩। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়
৪। দুই পয়সা
৫। কাঠালতলায়
৬। সত্যের নিবিড় সাধনায়
৭। তায়েফে
৮। পরের উপকারে নিয়োজিত
৯। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
১০। কবিরাজরা
১১। যকৃতের পক্ষে ভারী উপকারী বলে
১২। ২ শ্রেণির
১৩। মানুষ হয়ে মানুষকে উপেক্ষা করা, ঘৃণা করা
১৪। দেশে বিদেশে গ্রনথের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
১৫। আফগানিস্তানে

গদ্য অংশ: অনুধাবনমূলক

১। মহানবি (স.) মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ। কারণ তিনি মানবিক গুণাবলির দিক দিয়ে এক ব্যতিক্রম আদর্শ, যা অন্য কোনো মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন মানুষের নবি। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যে থেকেও একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে গেছেন। মহত্ত্ব, প্রেম, দয়া, সাধুতা, ত্যাগ তাঁর অজস্র চারিত্রিক গুণের মধ্যে প্রধান। তিনি ছিলেন সাহসী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ক্ষমা ও সৌজন্যের আদর্শ। একজন মানুষের মধ্যে একসঙ্গে এত গুণের সমাবেশ অতি দুর্লভ। তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মহানবি (স) অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র। তাই বলা হয়েছে, মহানবি (স.) মানুষের মধ্যে একজন হয়েও দুর্লভ।

২। নিমগাছ ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছ—এ কারণেই এ গাছ বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

নিমগাছ মানুষের জন্য খুবই উপকারী। নিমগাছ পরিবেশবান্ধব, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে। এছাড়া এ গাছের বিভিন্ন অংশ মানুষের অনেক রোগের উপশম ঘটায়। পাতা, ফুল, ফল, ছাল, ডাল, শিকড় সবকিছুরই রয়েছে রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা। যারা বিজ্ঞ তারা ভালো জিনিসের মূল্য বোঝেন। আর এ কারণেই নিমগাছ বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

৩। আমাদের দেশে জনশক্তি গঠিত হতে পারছে না, কারণ আমরা আমাদের 'দশ আনা' জনশক্তিকে উপেক্ষা করে আসছি। উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে লেখক সাম্যবাদী চেতনা এবং গণতন্ত্রের জন্য উপেক্ষিত শক্তির জাগরণের দিকটি তুলে ধরেছেন। উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন বলতে লেখক পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোকদের ঐক্যবদ্ধ মহাশক্তির যথার্থ মূল্যায়ন ও ব্যবহারকে বুঝিয়েছেন। দেশের ষোলো আনা শক্তির মধ্যে এই শ্রেণি-গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে দশ আনা শক্তি। ফলে দশ আনা শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে ছয় আনা শক্তিতে দেশের কল্যাণ ও উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই বিশ্বসভায় নিজেদের আসন লাভ করতে হলে এই দশ আনা উপেক্ষিত শক্তির কোনো বিকল্প নেই। অথচ এদেশে তাদের পেছনে রেখে একদল অত্যাচারী নিজেদের স্বার্থরক্ষায় তাদেরকে উপেক্ষা ও নির্যাতন করে চলছে।

৪। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার পরিবেশন করার পরেও ভৃত্য আব্দুর রহমান বলে—রান্নাঘরে আরও আছে। তাই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

আফগানিস্তানে লেখকের ভৃত্য আব্দুর রহমান। পরিবেশনের পর খাবারের প্রাচুর্য দেখে লেখক অবাক হন। প্রচুর মাংস, গোটা আষ্টেক বড় সাইজের শামি কাবাব, পুরো একটি মুর্গির রোস্ট দেখে লেখক অবাক হন। ইতোমধ্যে আব্দুর রহমান যা খাবার এনেছে তা খাওয়াই ছিল লেখকের পক্ষে অসম্ভব, তার ওপর যখন বলে রান্নাঘরে আরও অবশিষ্ট আছে তখন সম্পূর্ণ খাবারের পরিমাণ চিন্তা করে লেখক রীতিমতো নিস্পৃহ হয়ে যান। তখন নিজের মানসিক অবস্থা বোঝাতে লেখক উপরিউক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন।

৫। নিজের আর্থিক অস্বচ্ছলতা প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে হরিহর দশঘরার লোকটির প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হননি।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে হরিহর গ্রামের অন্নদা রায়ের বাড়ির গোমস্তার কাজ করে যে কয়টা টাকা পায় তা দিয়ে তার সংসার ঠিকঠাক চলে না। চারিদিকে তার দেনার বোঝা। এমন অবস্থায় দশঘরার এক সদগোপ হরিহরকে তাঁর এলাকার ব্রাহ্মণ হিসেবে মদত দিতে এবং সেই গ্রামে গিয়ে বাস করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু হরিহর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাবে রাজি হননি, কারণ এতে ব্রাহ্মণ হিসেবে তার আত্মসম্মানে বাধে এবং লোকটি তার অস্বচ্ছল অবস্থা বুঝে যেত। এ ছাড়া পাওনাদারেরাও তাদের টাকা-পয়সা চেয়ে বসবে, না পেলে দেবে না।

পদ্য অংশ: জ্ঞানমূলক

১। জিঞ্জীর কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত
২। মহানবি (স.) এর দক্ষিণ বাহু
৩। জীবনানন্দ দাশ কে
৪। চরের খুব কাছে এসে লেগেছে
৫। ফরিদপুর জেলায়, তাম্বুলখানা গ্রামে
৬। জেরুজালেমে
৭। দস্যি ছেলেদের সাথে
৮। শান্তি-কপোত (শান্তির কবুতর) নিয়ে আসে
৯। উদার মনের অধিকারী, সহানুভূতিশীল
১০। আকাশ বিদগ্ধ
১১। মেঘে মেঘে সওয়ার করে
১২। কার্তিক মাসের উল্লেখ আছে
১৩। অকাল বার্ধক্যে নত কদমতলী
১৪। ডাহুক পাখি ডাকে
১৫। 'রাত্রিশেষ' আহসান হাবিবের প্রথম কাব্য

পদ্য অংশ: অনুধাবনমূলক

১। হজরত উমর (রা)-কে 'আমিরুল মুমেনিন' বলার কারণ হলো তিনি ছিলেন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী, বিশ্বাসীদের নেতা।

উমর ফারুক কবিতার হজরত উমর ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর জীবনাদর্শ ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সবার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিশ্বাসী। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনই মানুষের প্রতি করুণায় তিনি ছিলেন কোমলপ্রাণ। তিনি কখনই কোনো বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি। মূলত তাঁর আদর্শবান ব্যক্তিত্বের কারণেই তাঁকে 'আমিরুল মুমেনিন' বলা হয়েছে।

২। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে, বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ কখনই হারিয়ে ফেলে না। কবি যখন থাকবেন না তখনও প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষের স্বপ্ন, সাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে যাবে।

পৃথিবীতে মানবকল্যাণের বাণী বা কল্যাণকর্ম কোনোকিছুই বিলীন হয় না। শুধু ব্যক্তি হারিয়ে যায়। কারও মৃত্যুতেই পৃথিবীর গতিময়তা ও প্রকৃতির স্বাভাবিকতার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। কবি মনে করেন তিনি না থাকলে লক্ষ্মীপেঁচার গান বন্ধ হবে না। পৃথিবীর সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মে চলবে।

৩। পল্লি দুলাল বলতে পল্লি মায়ের আদরের ছেলেকে বোঝানো হয়েছে।

'যাব আমি তোমার দেশে' কবিতায় কবি পল্লি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা ছেলেকে পল্লি দুলাল বলেছেন। পল্লি দুলাল পল্লিগ্রামের অকৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সেখানেই বড় হয়েছে। গ্রামের আলো-বাতাস শরীরে মেখে বড় হওয়া পল্লি দুলাল পল্লি মায়ের বড় আদরের। কবিতাটিতে কবি পল্লি মায়ের আদরের সন্তানের গ্রামে যেতে চেয়েছেন এবং তার সাথে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছেন।

৪। 'আমার অস্তিত্বে গাঁথা' বলতে কবির স্বদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠার বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবি নিজের দেশের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। জন্মভূমির মধ্যে শিকড় গেড়েই কবি সমগ্র দেশকে আপন করে পেয়েছেন। তাঁর কাছে দেশ মানে শুধু চারপাশের প্রকৃতি নয়, তাকে আপন সত্তায় অনুভব করা। কবি গ্রামীণ জীবনেই বেড়ে উঠেছেন। গ্রামের মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তরের মতো খেতের সরু পথ, তার পাশে ধানখেত, নদীর কিনার, জনপদের মানুষজন- এই সবকিছুই কবির অতি পরিচিত। এদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় ও গভীর। কবি নিজেও তাদের কাছে চিরচেনা একজন।

৫। "গৌরবময় জীবনের সম্মান"- কথাটি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে। আমাদের এ দেশের রয়েছে অহংকারের অনেক ইতিহাস। এই দেশের প্রকৃতিতে সেসব ইতিহাসের চিহ্ন রয়েছে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রত্যেক মুহূর্তে তা অনুধাবন করা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে 'মানুষের জীবন মিশে আছে বলে মানুষ ইতিহাসকেও প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পায়। 'গৌরবময় জীবনের সম্মান' বলতে এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র:
গাইড, পাঠ্যবই, ভাইভা গ্রুপের হস্তাক্ষরে লিখিত
অন্যান্য উত্তরপত্র এবং ইন্টারনেট

টাইপিং ও সংগ্রহ
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (রোল ১৮)

বিশেষ ধন্যবাদ:
সেসব সহপাঠিদেরকে যারা তাদের উত্তরপত্র প্রদান করে
এই মুদ্রিত সংস্করণ তৈরিতে সাহায্য করেছে